أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ত)

www.motaher21.net

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জীবিকার খোঁজ করো।

It is no crime in you if you seek of the bounty of your Lord.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯৮

لَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّکُمۡ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضۡتُمۡ مِّنۡ عَرَفٰتٍ فَاذۡکُرُوا اللّٰہَ عِنۡدَ الۡمَشۡعَرِ الۡحَرَامِ ۪ وَ اذۡکُرُوۡہُ کَمَا ھَدٰىکُمۡ ۚ وَ اِنۡ کُنۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلِہٖ لَمِنَ الضَّآلِّیۡنَ

আর হজ্বের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে ‘মাশআরুল হারাম’ (মুয্দালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে উকায, মুজিন্না এবং যুল-মাজায নামে বাজার ছিল। (ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের সময়) এসব বাজারে ব্যবসা করা সাহাবীগণ পাপের কাজ মনে করল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তারা জিজ্ঞাসা করল। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫১৯)

এছাড়াও এ আয়াতের কয়েকটি শানে নুযূল পাওয়া যায়। এটি সবচয়ে বেশি সহীহ। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০)

এটিও প্রাচীন আরবের একটি জাহেলী ধারণা ছিল। হজ্জ সফর কালে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা তারা খারাপ মনে করতো। কারণ তাদের মতে, অর্থ উপার্জন করা একটি দুনিয়াদারীর কাজ। কাজেই হজ্জের মতো একটি ধর্মীয় কাজের মধ্যে এ দুনিয়াদারীর কাজটি করা তাদের চোখে নিন্দনীয়ই ছিল। কুরআন এ ধারণার প্রতিবাদ করছে এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর আইনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজেদের অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন আসলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে। কাজেই এক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর করতে গিয়ে তার মাঝখানে তাঁর অনুগ্রহের সন্ধানও করে ফেরে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না।

অর্থাৎ জাহেলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য যে সমস্ত মুশরিকী ও জাহেলী ক্রিয়া কর্মের মিশ্রণ ঘটেছিল সেগুলো পরিহার করো এবং এখন আল্লাহ যে সমস্ত হিদায়াত তোমাদের দান করেছেন সে অনুযায়ী নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করো।

হাজ্জের সময় আর্থিক লেনদেন করা

সহীহুল বুখারীতেও আয়াতের তাফসীরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অজ্ঞতার যুগে উকায, মিজান্নাহ এবং যুলমাজায্ নামে বাজার ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর হাজ্জের সময় সাহাবীগণ (রাঃ) ঐ বাজারগুলোতে ব্যবসা করার ব্যাপারে পাপ হওয়ার ভয় করেন। ফলে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, হাজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করলে কোন পাপ নেই। (সহীহুল বুখারী-৮/৩৪/৪৫১৯, তাফসীরে আব্দুর রাযযাক-১/৯৫/২২৭, ফাতহুল বারী ৮/৩৪, আবূ দাঊদ ২/৩৫০) মুজাহিদ (রহঃ) , সা 'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , মানসূর ইবনুল মুতামির (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ'ঈ (রহঃ) , রাবী ' ইবনু আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন।

আবূ উমামা (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হোন যে, একটি লোক হাজ্জ করতে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে ব্যবসাও করছে তার ব্যাপারে নির্দেশ কি? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান। (সনদ জায়্যিদ তথা উত্তম। তাফসীর তাবারী ৪/১৬৫/৩৮৭০)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামা তাইমী (রহঃ) , ইবনু ‘উমার (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘হাজ্জে আমরা পশু ভাড়া দিয়ে থাকি, আমাদেরও হাজ্জ হয়ে যাবে কি?’ তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘তোমরা কি বায়তুল্লার তাওয়াফ করো না?’ তোমরা কি ‘আরাফায় অবস্থান করো না?’ শায়তানকে কি তোমরা পাথর মারো না? তোমরা কি মাথা মুণ্ডন করো না? তিনি বলেন, ‘এইসব কাজ তো আমরা করি।’ তখন ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, ‘তাহলে জেনে রেখো যে, একটি লোক এই প্রশ্নই নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কেও করেছিলো এবং তারই উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ এই আয়াতটি অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন লোকটিকে ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘তুমি হাজী, তোমার হাজ্জ হয়ে গেছে।’ (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী ৪/১৬৪/৩৮৬৫, মুসনাদ আহমাদ - ২/১৫৫/৬৪৩৪, সুনান দারাকুতনী-২/২৯২) অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘আবূ সালিহ (রহঃ) আমিরুল মু’মিনীন ‘উমার (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ আপনি কি হাজ্জের সময় আর্থিক লেনদেন করে থাকেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ হাজ্জের সময় কি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না? (হাদীসটি য‘ঈফ। তাফসীর তাবারী - ৪/১৬৭/৩৭৮৮)

‘আরাফাহ মাঠে অবস্থান

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾

‘যখন তোমরা ‘আরাফাত থেকে ফিরবে তখন মাশ‘আরুল হারামের নিকট মহান আল্লাহ্ কে স্মরণ করবে।’ এখানে عرفات শব্দটি ‘আলাম হওয়া শর্তেও মুনসারিফ পড়া হয়েছে। কেননা এটা মূলত مسلمات এর ওযনে জুমু‘আ মুওয়ান্নাস সালিম।

‘আরাফাত ঐ জায়গার নাম যেখানে অবস্থান করা হাজ্জের কার্যসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে, ‘আবদুর রহমান ইবনু ইমার আদ দাইলী (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ

الْحَجُّ عَرَفَاتٌ -ثَلَاثًا -فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ .وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

‘হাজ্জ হচ্ছে ‘আরাফায়। এ কথা তিনি তিন বার বলেন। যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই ‘আরাফায় পৌঁছে গেলো সে হাজ্জ পেয়ে গেলো। আর ‘মিনা’য় অবস্থান হচ্ছে তিন দিন। যে ব্যক্তি দু’দিনে তাড়াতাড়ি

করলো তারও কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করলো তারও কোন পাপ নেই।' (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ - ৪/৩০৯, ৩৩৫, সুনান আবূ দাঊদ-২/২৯৬/১৯৪৯, জামি ' তিরমিযী-৩/২৩৭/৭৭৯, সুনান নাসাঈ - ৫/২৮২/৩০১৬, ২/৪২৪/৪০১১, ৪০১২, ইবনু মাজাহ-২/১০০৩/৩০১৫,সহীহ ইবনু খুযায়মাহ-৪/২৫৭/২৮২২, সুনান দারিমী-২/৮২/১৮৮৭, মুসনাদ আহমাদ -৪/৩০৯/৩১০)

'আরাফায় অবস্থানের সময়কাল

'আরাফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে ৯ যিলহাজ্জ তারিখে পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে ১০ যিলহাজ্জ তারিখের ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে যোহরের সালাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলো এবং বলেছিলেনঃ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

'আমার নিকট হতে তোমরা তোমাদের হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও।' (সহীহ মুসলিম-১২৯৭, ২/৯৪৩) ওপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেলো, যে ব্যক্তি ১০যিলহাজ্জের ফজরের পূর্বে 'আরাফার মাঠে উপস্থিত হতে পারলো সে হাজ্জের নিয়ম পালন করলো।

'উরওয়াহ ইবনু মুদাররিস ইবনু হারিসাহ ইবনু লাম আত-তা 'ঈ (রাঃ) বলেনঃ আমি মুজদালিফায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে উপস্থিত হলাম যখন ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বললামঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমি তা' ইয়ের দু' টি পাহাড় থেকে এসেছি,আমি এবং আমাকে বহনকারী পশু উভয়ই ক্লান্ত। এমন কোন পাহাড় বাদ রাখিনি যেখানে আমি থামিনি। আমার হাজ্জ করা হয়েছে কি? তিনি বলেনঃ

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.

'যে ব্যক্তি এখানে আমাদের এই সালাত আদায়ের সময় পৌঁছে যাবে এবং চলার সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করবে, এর পূর্বে সে 'আরাফায়ও যাবে এবং ফারযিয়াত হতে সে অবকাশ লাভ করবে। (মুসনাদ আহমাদ ৪/২৬১, সুনান আবূ দাঊদ-২/১৯৬/১৯৫, জামি ' তিরমিযী-৩/৩৩৮/৮৯১, সুনান নাসাঈ - ৫/২৯১/৩০৪১, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১০০৪/৩০১৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ-৪/২৫৫, ২৫৬/২৮২০, সুনান দারিমী-২/৮৩/১৮৮৮, মুসনাদ আহমাদ -৪/১৫, ২৬১, ২৬২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আমীরুল মু' মিনীন 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) -এর নিকট মহান আল্লাহ্‌ জিবরাঈল (আঃ) -কে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁকে হাজ্জ করিয়ে দেন। 'আরাফায় পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন عَرَفَةَ 'আপনি চিনতে পেরেছেন কি?' ইবরাহীম (আঃ) বলেন, আঁরাফতু অর্থাৎ 'আমি চিনতে পেরেছি।

’ কেননা এর পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম।’ এ জন্যই এ স্থানের নাম ‘আরাফাহ হয়ে গেছে। (সনদ বিচ্ছিন্ন। তাফসীর তাবারী -(১/৪) /১৭৩/৩৭৯৪,৩৭৯৫, মুসনাদ ‘আবদুর রাযযাক ৫/৯৬, তাফসীরে ‘আবদুর রাযযাক-১/৯৫/২৩১) ‘আতা’ (রহঃ) , ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , ইবনু ‘উমার (রাঃ) , এবং আবূ মিজলায (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫১৯) ‘আরাফার নাম ‘মাশ’ আরুল হারাম,’ ‘আবার মাশ’ আরুল’ ‘আকসা এবং ‘ইলাল’ ও বটে। ঐ পাহাড়কেও আরা’ ফাহ বলে যার মধ্যস্থলে ‘জাবালুর রহমত’ রয়েছে।

কখন ‘আরাফাহ ও মুজদালিফা ত্যাগ করতে হবে

অজ্ঞতা-যুগের অধিবাসীরাও ‘আরাফায় অবস্থান করতো। যখন রোদ পর্বত চূড়ায় এরূপভাবে অবশিষ্ট থাকতো যেরূপভাবে মানুষের মাথায় পাগড়ী থাকে, তখন তারা সেখান হতে চলে যেতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যাস্তের পর সেখান হতে প্রস্থান করেন। (সনদ য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫১৭) অতঃপর তিনি মুজদালিফায় পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন এবং দুই ভিন্ন ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই ওয়াক্তের প্রথম ভাগে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। ফজরের সময়ের শেষভাগে তিনি ওখান হতে যাত্রা শুরু করেন।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হাজ্জের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এতে এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হয় তখন এবং কিঞ্চিৎ হলদে বর্ণ প্রকাশ পায় তখন তিনি নিজের সাওয়ারীর ওপর উসামা ইবনু যায়দ (রাঃ) -কে পিছনে বসিয়ে নেন। অতঃপর উষ্ট্রীর লাগাম টেনে ধরেন, ফলে উষ্ট্রীর মাথা গদির নিকটে পৌঁছে যায়। ডান হাতের ইশারায় তিনি জনগণকে বলতে থাকেনঃ ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে-সুস্থে ও আরাম-আয়েশের সাথে চলো। যখনই তিনি কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হোন তখনই তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দেন যাতে পশুটি সহজে উপরে উঠতে পারে। মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি এক আযান ও দু’ ইকামতের মাধ্যমে মাগরিব ও ‘ঈশার সালাত আদায় করেন। মাগরিব ও ‘ঈশার ফরয সালাতের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর ঘুমানোর জন্য শুইয়ে পড়েন। সুবহি সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পর আযান ও ইকামতের মাধ্যমে ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর ‘কাসওয়া’ নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে ‘মাশ’ আরে হারামে’ আসেন এবং কিবলাহ মুখী হয়ে দু ‘আ করায় লিপ্ত হোন। আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্মতা বর্ণনা করতে থাকেন। তারপর তিনি একটু ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যদয়ের পূর্বেই তিনি এখান থেকে রাওনা হোন। (সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬-৮৯২) উসামা (রাঃ) -কে প্রশ্ন করা হলোঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখান হতে যাওয়ার সময় কোন গতিতে চলেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ মধ্যম গতিতে তিনি সাওয়ারী চালনা করেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখলে কিছু দ্রুত গতিতেও চালাতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৬০৫, সহীহ মুসলিম ২/৯৩৬)

মাশ’ আরুল হারামের বর্ণনা

‘আবদুর রাযযাক তাঁর মুসনাদ বর্ণনা করেছেন, ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেছেন যে, মুযদালিফার সম্পূর্ণ অংশই মাশ’ আরুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫২১) বর্ণিত আছে যে, ইবনু ‘উমার (রাঃ) -কে মাশ’ আরুল হারাম (অত্র আয়াতে উল্লিখিত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এটা হলো মুযদালিফার এই পাহাড় এবং এর চারিদিকের এলাকা। (তাফসীর তাবারী ৪/১৭৬) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , রাবী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, মুযদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা হলো মাশ’ আরুল হারাম। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫২১, ৫২২)

যুবাইর ইবনু মুত ‘ঈম (রাঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘আরাফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান স্থল, তবে ‘উরানাহ’ থেকে দূরে থাকবে। মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান করার স্থল। তবে ‘মুহাসসার’ এর মধ্যভাগ থেকে দূরে থাকবে। মাক্কার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে কুরবানী করার জায়গা এবং সমস্ত আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো অর্থাৎ ১১ থেকে ১৩ যিলহাজ্জ হচ্ছে কুরবানী করার দিন। (মুসনাদ আহমাদ ৪/৮২)

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, ‘আরাফার সমস্ত প্রান্তই অবস্থান স্থল। ‘আরাফাহ হতে উট এবং মুযদালিফায় প্রত্যেক সীমায় থামার জায়গা। তবে মুহাসসার উপত্যকাটি নয়। মুসনাদ আহমাদে এর পরে রয়েছে যে, মাক্কার সমস্ত গলিই কুরবানী করার জায়গা এবং ‘আইয়ামে তাশরীকের’ অর্থাৎ ১১ থেকে ১৩ যিলহাজ্জ প্রতিটি দিনই হচ্ছে কুরবানীর দিন। কিন্তু এ হাদীসটিও মুনকাতা ‘। কেননা সুলাইমা ইবনু মূসা রাশদাক যুবাইর ইবনু মুত ‘ঈম (রাঃ) -কে পায়নি।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ ﴿وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ﴾ ‘মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করো। কেননা তিনি তোমাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন।’ হাজ্জের আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) -এর এই সুন্নাতকে প্রকাশ করেছেন। অথচ তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ এই সুপথ প্রদর্শনের পূর্বে কিংবা এই কুর’ আনুল হাকীমের পূর্বে অথবা এই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে এই তিনটিরই পূর্বে দুনিয়া ভ্রান্তির মধ্যে ছিলো।

আয়াতে فضل ‘অনুগ্রহ’ অর্থ ব্যবসায় বাণিজ্য। যেমন সূরা জুমু ‘আর ১০ নং আয়াতে এসেছে। হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ। তবে অবশ্যই যেন শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হজ্জে গমন করা না হয়। বরং এটা হল অতিরিক্ত কাজ। অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা হজ্জের অন্যতম একটি রুকনের কথা তুলে ধরেছেন। তা হল ৯ই যুলহজ্জ সূর্যাস্তের পর হাজীগণ আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালিফায় চলে আসবে এবং তথায় তাসবীহ তাহলীল ও দু ‘আ করবে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আরাফায় অবস্থানই হল মূল হজ্জ। যে ব্যক্তি ফজর হবার পূর্বেই আরাফায় অবস্থান পেল সে হজ্জ পেল। (সহীহ ইবুন খুযাইমা হা: ২৮২২, তিরমিযী

হা: ৮৮৯, সহীহ) আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত হবে কিন্তু মাগরিবের সালাত পড়া যাবে না, বরং মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিবের তিন রাকাত ও এশার দু ‘ রাকাত (কসর) এক সাথে এক আযানে ও দু’ ইকামাতে পড়বে। মুযদালিফাকে ‘মাশআরে হারাম’ বলা হয়। কেননা এটা হারামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে হাজীদেরকে আল্লাহ তা ‘আলার যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে যিকিরে ব্যস্ত থাকবে, অতঃপর ফর্সা হলে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবে।

হাজীগণ আরাফার দিন রোযা রাখবে না, যারা হজ্জ করতে যাবে না তারা রোযা রাখবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আরাফার দিন রোযা রাখলে আল্লাহ তা ‘আলা পূর্বের ও পরের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (সহীহ মুসলিম হা: ১১৬২) অন্য হাদীসে এসেছে: সর্বোত্তম দু ‘আ আরাফার দু ‘আ, আর সর্বোত্তম কথা আমি যা বলেছি ও আমার পূর্বের নাবীরা যা বলেছেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা ‘বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সহীহ মুসলিম হা: ১১৬২)

অতএব আল্লাহ তা ‘আলাকে স্মরণ কর যেমন তিনি তোমাদের স্মরণ করতে বলেছেন।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুযদালিফায় অবস্থান/রাত্রিযাপন ওয়াজিব।

২. হজ্জ আদায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার আনুগত্য ও যিকিরের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

৪. হজ্জ করতে গিয়ে ব্যবসা করা বৈধ তবে শুধু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই যাওয়া যাবেনা।